হোমিওপ্যাথিতে মায়াজমেটিক চিকিৎসা পদ্ধতি

প্রথম গর্ভবতী মাতাকে
সালফার দিয়ে চিকিৎসা করা বিধেয়
"হ্যানিম্যান"

ডাঃ মোঃ মোস্তফা

প্রথম অধ্যায়

(১)

প্রাথমিক আলোচনা

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.১	হোমিওপ্যাথিতে মায়াজমের গুরুত্ব	১৫
১.২	রোগীর মনের লক্ষণ ও কাতরতা নির্নয়পূর্বক চিকিৎসা	১৭
১.৩	হোমিওপ্যাথিতে মায়াজম না জানার কুফল	১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

(২)

সোরা মায়াজম

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২.১	সোরার উৎস	১৮
২.২	সোরা রোগবীজ	১৮
২.৩	সোরার আক্রমন পর্ব	১৯
২.৪	সোরার সংক্রমন পর্বে ক্যাণ্টের বক্তব্য	১৯
২.৫	সোরার সংক্রমন প্রক্রিয়া	১৯
২.৬	সোরা সংক্রমনের ব্যাপকতা	১৯
২.৭	সোরাই প্রাচীন পীড়া	২০
২.৮	চুলকানীর বিস্তার	২০
২.৯	সোরার সুপ্ত বা গৌন লক্ষণ ছোঁয়াছে নয়	২০
২.১০	সোরার বৃদ্ধি পর্ব	২০
২.১১	সোরার সুপ্ত বা ঘুমন্ত লক্ষণ	২১
২.১২	সোরার গৌণ লক্ষণ	২২
২.১৩	সোরাকে চাপা দেয়ার কুফলে যে রোগগুলি দেখা দেয়	২৭
২.১৪	সোরার বিশেষ লক্ষণ	২৭
২.১৫	সোরিক রোগীর খাদ্য	৩০
২.১৬	সোরিক রোগীর রুচি ও অরুচি	৩০
২.১৭	সোরা মায়াজমের বংশগত ক্রমবিকাশ	৩০
২.১৮	সোরিক রোগীর মনের লক্ষণ	৩১
২.১৯	সোরিক রোগী সাংঘাতিক ভীতু	৩১
২.২০	সোরিক মায়াজমের অন্যান্য প্রকৃতি	৩১
২.২১	সোরিক রোগীর চিকিৎসা	৩২

তৃতীয় অধ্যায়

(৩)

সিফিলিস মায়াজম

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৩.১	স্যাংকার	৩৮
৩.২	সিফিলিস মায়াজম	৩৮
৩.৩	জনন যন্ত্রে স্যাংকারের উৎস	৩৮
৩.৪	সংক্রমন কিভাবে ঘটে ?	৩৮
৩.৫	সিফিলিস মায়াজমের আক্রমন সংগঠনের প্রকার ভেদ	৩৯
৩.৬	সিফিলিস মায়াজমের বিস্তৃতি জীবন ভর চলে	৪০
৩.৭	সিফিলিস মায়াজমের সুপ্ত লক্ষণ	৪০
৩.৮	সিফিলিস মায়াজমের গৌন লক্ষণ	৪১
৩.৯	সিফিলিস মায়াজমে দেহের আক্রান্ত অঙ্গসমূহ	৪২
৩.১০	সিফিলিস মায়াজমের ফলে সৃষ্ট রোগসমূহ	৪২
৩.১১	সিফিলিস মায়াজমের রোগীর মন	৪২
৩.১২	সিফিলিস মায়াজমের রোগীর স্বপ্ন	৪৩
৩.১৩	সিফিলিস মায়াজমের রোগীর চর্ম রোগ	৪৩
৩.১৪	সিফিলিস মায়াজমের রোগীর পছন্দের খাদ্য	৪৩
৩.১৫	সিফিলিস মায়াজমের রোগীর অপছন্দের খাদ্য	৪৩
৩.১৬	সিফিলিস মায়াজমের রোগীর বৃদ্ধি	৪৩
৩.১৭	সিফিলিস মায়াজমের রোগীর হ্রাস	৪৩
৩.১৮	সিফিলিস মায়াজমের রোগীর চিকিৎসা পদ্ধতি	৪৩

চতুর্থ অধ্যায়

(৪)

সাইকোসিস মায়াজম

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৪.১	গণেরিয়া বা প্রমেহ	৪৫
৪.২	গণেরিয়া বা প্রমেহের উৎস	৪৫
৪.৩	গণেরিয়া বা প্রমেহের প্রকারভেদ	৪৫
	ক) নন- সাইকোটিক গণেরিয়া	৪৫
	খ) সাইকোটিক গণেরিয়া	৪৫
৪.৪	সাইকোসিস মায়াজমের সুপ্ত বা ঘুমন্ত লক্ষণ	৪৬
৪.৫	সাইকোসিস মায়াজমের গৌণ লক্ষণ	৪৭
৪.৬	সাইকোসিস মায়াজমের ফলে সৃষ্ট রোগ	৪৮
৪.৭	সাইকোসিস মায়াজমের প্রকার ভেদ	৪৯
	৪.৭.১ উপার্জিত সাইকোসিস	৪৯
	৪.৭.২ বংশগত সাইকোসিস	৪৯
	৪.৭.৩ স্বামী-স্ত্রী পরস্পর থেকে প্রাপ্ত সাইকোসিস	৫০
	৪.৭.৪ টিকা/ ইনজেকশনের ফলে কৃত্রিম সাইকোসিস	৫০
৪.৮	সাইকোসিস মায়াজম দেহে কি ভাবে প্রবেশ করে	৫০
৪.৯	সাইকোসিস মায়াজমের রোগীর মন	৫০
৪.১০	অন্যান্য বিষয়	৫১
৪.১১	সাইকোসিস মায়াজমের রোগীর চিকিৎসা	৫২

পঞ্চম অধ্যায়

(৫)

টিউবারকুলার মায়াজম

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৫.১	টিউবারকুলার মায়াজম	৫৪
	৫.১.১ সোরা	৫৪
	৫.১.২ স্কাফিউলা	৫৫
	৫.১.৩ সিওডো সোরা	৫৫
	৫.১.৪ টিউবারকুলোসিস	৫৫
	৫.১.৫ কন্সামশন	৫৬
৫.২	টিউবারকুলার দোষের বিস্তৃতি	৫৬
৫.৩	টিউবারকুলার মায়াজমের শেষ পরিণতি	৫৭
৫.৪	হস্থমৈথুনের কু অভ্যাস	৫৮
৫.৫	টিউবারকুলার দোষের বিকশিত অবস্থা	৫৮
৫.৬	জীবনী শক্তি	৫৯
৫.৭	ক্ষয় ধাতু	৫৯
৫.৮	চাপা দেয়া চিকিৎসা	৫৯
৫.৯	সুপ্ত বা প্রকাশিত টিউবারকুলোসিস	৬০
	৫.৯.১ মানসিক	৬০
	৫.৯.২ ঘুরাঘুরি বা ভব ঘুরে	৬০
	৫.৯.৩ টিউবারকুলার দোষের রোগী নির্ভীক ও আশাপূর্ন	৬০
	৫.৯.৪ দৈহিক চিহ্নে মধ্যে অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগা ও শির্ন হওয়া	৬১
৫.১০	রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলাও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন লক্ষণ	৬১
৫.১১	ক) টিউবারকুলার রোগীর ইচ্ছা খ) টিউবারকুলার রোগীর অনিচ্ছা	৬১
৫.১২	টিউবারকুলার মায়াজমের বিশেষত্ব	৬২
৫.১৩	টিউবারকুরার রোগীর পছন্দের খাদ্য	৬২
৫.১৪	টিউবারকুলার রোগীর অপছন্দের খাদ্য	৬২
৫.১৫	সুপ্ত টিউবারকুলার মায়াজমের লক্ষণ	৬২
৫.১৬	ক্ষয় দোষের প্রবণতা	৬৩
৫.১৭	টিউবারকুলার মায়াজমের রোগীর মানসিক লক্ষণ	৬৩
৫.১৮	টিউবারকুলার মায়াজমের রোগীর চিকিৎসা পদ্ধতি	৬৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

(৬)

মানসিক লক্ষণ আয়ত্ব করার কৌশল

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৬.১	হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা দ্রুত আয়ত্ব করার কৌশল	৬৬
৬.২	হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগীর মানসিক লক্ষণের গুরুত্ব	৭১
৬.৩	সোরিক মায়াজমের রোগীর মানসিক লক্ষণ বের করার নমুনা	৭১
৬.৪	সাইকোসিস মায়াজমের রোগীর মানসিক লক্ষণ বের করার নমুনা	৭২
৬.৫	সিফিলিস মায়াজমের রোগীর মানসিক লক্ষণ বের করার নমুনা	৭৩
৬.৬	টিউবারকুলার মায়াজমের রোগীর মানসিক লক্ষণ বের করার নমুনা	৭৪
৬.৭	মায়াজম ভিত্তিক মানসিক লক্ষণের তুলনা	৭৫
৬.৮	মায়াজমের হ্রাস বৃদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ের তুলনা	৭৬

সপ্তম অধ্যায়

(৭)

রোগীলিপি

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৭.১	রোগীলিপির প্রয়োজনীয়তা	৭৮
৭.২	রোগীলিপি করার কারন	৭৮
৭.৩	রোগীলিপি না করলে চিকিৎসা কার্য্যে ক্ষতি	৭৮
৭.৪	রোগীলিপির ৬ (ছয়টি) ধাপ আছে।	৭৯
৭.৫	অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থে রোগীলিপির স্থান।	৮০
৭.৬	একটি বাস্তব রোগীলিপি উপস্থাপন।	৮০
৭.৭	রোগীর মানসিক লক্ষণ।	৮২
৭.৮	কারণের চিকিৎসার ঔষধ সমূহ।	৮৩
৭.৯	কাতরতা	৮৬
৭.১০	রোগীর লক্ষণের মায়াজমেটিক আলোচনা ।	৮৭
৭.১১	রোগীর মানসিক লক্ষণের মায়জমেটিক পর্যালোচনা	৮৮
৭.১২	রোগীর মানসিক লক্ষণ, কোনটা কোন মায়াজমের	৮৯
৭.১৩	রোগীর মানসিক লক্ষণের মায়াজমেটিক পর্যালোচনা	৮৯

অষ্টম অধ্যায়

(৮)

হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৮.১	হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথির নামে হেমিওপ্যাথির বিরুদ্ধ চিকিৎসা	৯১
৮.২	অপরিবর্তীত মাত্রার ঔষধ প্রয়োগে রোগীর ক্ষতি	৯২
৮.৩	তরুন রোগের রুগীকে ঔষধ খাওয়ানোর নিয়ম	৯৩
৮.৪	চির রোগের রুগীকে ঔষধ খাওয়ানোর নিয়ম	৯৩
৮.৫	ঔষধ কেন ক্ষুদ্রতম মাত্রায় দিতে হয়	৯৪
৮.৬	ঔষধ ঝাঁকি দিয়ে না খেলে কি ক্ষতি	৯৪
৮.৭	হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনের উপযুক্ত সময়	৯৪
৮.৮	প্রথম গর্ভবতী মাতাকে সালফার দিয়ে চিকিৎসা শুরু	৯৫
৮.৯	গর্ভবতী মাতাকে পালসেটিলা সেবনের ভ্রান্ত ধারনা	৯৫
৮.১০	গর্ভবতী মাতাকে ও অন্যান্য রোগীকে পালসেটিলা প্রয়োগের বিধান	৯৬

নবম অধ্যায়

(৯)

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ডাক্তারের কর্তব্য

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৯.১	হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ডাক্তারের উদ্দেশ্য	৯৭
৯.২	ডাক্তারের দ্বিতীয় কর্তব্য	৯৭
৯.৩	হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের তৃতীয় কর্তব্য	৯৭
	৯.৩.১ ব্যাধি বা রোগ কি	৯৮
	৯.৩.২ ঔষধ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন	৯৮
	৯.৩.৩ ঔষধ নির্বাচনের জ্ঞান অর্জন	৯৯
	৯.৩.৪ ঔষধ প্রস্তুত করনে জ্ঞান অর্জন	১০০
	৯.৩.৫ ঔষধ পুনঃ প্রয়োগে জ্ঞান অর্জন	১০০
	৯.৩.৬ ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন।	১০১
	৯.৩.৭ আরোগ্যের বাঁধা ও তা দুরীকরনে ডাক্তারের জ্ঞান অর্জন	১০১

দশম অধ্যায়

(১০)

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় জ্ঞাতব্য বিষয়

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১০.১	হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা	১০৩
১০.২	শুধু মাত্র মেটেরিয়ামেডিকার জ্ঞানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করার ভ্রান্ত ধারা	১০৩
	১০.২.১ নন মায়াজমেটিক তরুন রোগ	১০৪
	১০.২.২ মায়াজমেটিক তরুন রোগ	১০৪
১০.৩	ড্রাম ফাইলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ নীতিবিরুদ্ধ	১০৫
১০.৪	রুগীর কাতরতা ও মন	১০৬
	১০.৪.১ শীতকাতর	১০৭
	১০.৪.২ গরমকাতর	১০৭
	১০.৪.৩ ভয়কাতর	১০৭

প্রথম অধ্যায়

(১)

প্রাথমিক আলোচনা

১.১ <u>হোমিওপ্যাথিতে মায়াজমের গুরুত্ব</u> :- হোমিওপ্যাথিতে মায়াজমের গুরুত্ব অপরিসীম। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণকে মায়াজম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। কারণ মায়াজম না জানলে সঠিকভাবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্বাচন করা যায় না। বর্তমানে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণের মায়াজম সম্পর্কে ধারণা খুবই অস্পষ্ট, কারণ তারা মনে করেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতে মায়াজমের প্রয়োজন নেই। হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করার প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা গেল যে, ঔষধে রোগ ভাল হয় এবং কিছু দিন পর রোগটা পুনরায় ফেরত আসে। ফেরৎ আসে কেন তা নিয়ে ১২ (বার) বছর হ্যানিম্যান একাগ্রচিত্তে গবেষণা করার পর দেখলেন যে রোগটি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করার কারণ হলো,"একটি বাঁধা"। সেই বাঁধাটি হলো মায়াজমের বাঁধা। এই বাঁধাটি অতিক্রম না করতে পারলে রোগটি ভাল হবে না। তাই তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে– সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস মায়াজমের বাঁধার কারণে রোগ স্থায়ীভাবে আরোগ্য হয় না। রোগ যে মায়াজমের কারণে ফেরত আসে, সেই মায়াজম ভিত্তিক ঔষধ প্রয়োগ করলে রোগটি পুনরায় রোগীর দেহে ফেরৎ আসবে না। মায়াজম হলো একটি রোগবীজ। যেমন– যে ফসলের যে বীজ আছে তাহা বপন করলেই সেই গাছ হবে এবং গাছ থেকে ফল আসবে। অনুরূপ মায়াজম হলো রোগ বীজ, সোরিক রোগ বীজ হতে সোরিক রোগ সকল দেখা দিবে। সাইকোসিস রোগ বীজ হতে সাইকোটিক রোগ সকল দেখা দিবে এবং সিফিলিস রোগ বীজ হতে সিফিলিস মায়াজমের রোগগুলিই দেখা দিবে। যে মায়াজমের রোগ দেখা দিবে, সেই মায়াজমের ঔষধ প্রয়োগে রোগ ভালো করতে হবে। উক্ত পদ্ধতিতে চিকিৎসা ছাড়া রোগ আরোগ্য করার অন্য কোন উপায় নেই।

প্রথম অধ্যায়

(১)

প্রাথমিক আলোচনা

১.১ <u>হোমিওপ্যাথিতে মায়াজমের গুরুত্ব</u> :- হোমিওপ্যাথিতে মায়াজমের গুরুত্ব অপরিসীম। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণকে মায়াজম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। কারণ মায়াজম না জানলে সঠিকভাবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্বাচন করা যায় না। বর্তমানে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণের মায়াজম সম্পর্কে ধারণা খুবই অস্পষ্ট, কারণ তারা মনে করেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতে মায়াজমের প্রয়োজন নেই। হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করার প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা গেল যে, ঔষধে রোগ ভাল হয় এবং কিছু দিন পর রোগটা পুনরায় ফেরত আসে। ফেরৎ আসে কেন তা নিয়ে ১২ (বার) বছর হ্যানিম্যান একাগ্রচিত্তে গবেষণা করার পর দেখলেন যে রোগটি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করার কারণ হলো,"একটি বাঁধা"। সেই বাঁধাটি হলো মায়াজমের বাঁধা। এই বাঁধাটি অতিক্রম না করতে পারলে রোগটি ভাল হবে না। তাই তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে– সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস মায়াজমের বাঁধার কারণে রোগ স্থায়ীভাবে আরোগ্য হয় না। রোগ যে মায়াজমের কারণে ফেরত আসে, সেই মায়াজম ভিত্তিক ঔষধ প্রয়োগ করলে রোগটি পুনরায় রোগীর দেহে ফেরৎ আসবে না। মায়াজম হলো একটি রোগবীজ। যেমন– যে ফসলের যে বীজ আছে তাহা বপন করলেই সেই গাছ হবে এবং গাছ থেকে ফল আসবে। অনুরূপ মায়াজম হলো রোগ বীজ, সোরিক রোগ বীজ হতে সোরিক রোগ সকল দেখা দিবে। সাইকোসিস রোগ বীজ হতে সাইকোটিক রোগ সকল দেখা দিবে এবং সিফিলিস রোগ বীজ হতে সিফিলিস মায়াজমের রোগগুলিই দেখা দিবে। যে মায়াজমের রোগ দেখা দিবে, সেই মায়াজমের ঔষধ প্রয়োগে রোগ ভালো করতে হবে। উক্ত পদ্ধতিতে চিকিৎসা ছাড়া রোগ আরোগ্য করার অন্য কোন উপায় নেই।

কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে, কোন মায়াজমের কোন রোগ এবং ঐ মায়াজমের ঔষধগুলি নিম্নে দেয়া হলো :-

সোরা মায়াজমের রোগ	সোরা মায়াজমের ঔষধ
কৃমি, সর্দি, কাঁচা সর্দি, হাঁপানি ও চক্ষু প্রদাহ ইত্যাদি।	সালফার, সোরিনাম, হিপার সালফার, কার্বোভেজ ও আর্সেনিক এলবাম ইত্যাদি।
সিফিলিস মায়াজমের রোগ	**সিফিলিস মায়াজমের ঔষধ**
ক্যান্সার, বধিরতা, মৃগী, পক্ষাঘাত ও যকৃতের রোগ ইত্যাদি।	সিফিলিনাম, মার্কসল, নাইট্রিক এসিড ও অরাম মোটিলিকাম ইত্যাদি।
সাইকোসিস মায়াজমের রোগ	**সাইকোসিস মায়াজমের ঔষধ**
মূত্রনালীর সংকীর্নতা, মূত্র পাথরী, বাত, টিউমার ও যোনীকপাটকা বন্ধ ইত্যাদি।	থুজা, মেডোরিনাম, নেট্রাম সালফ, ল্যাকেসিস ও লাইকো পোডিয়াম ইত্যাদি।
টিউবারকুলার মায়াজমের রোগ	**টিউবারকুলার মায়াজমের ঔষধ**
১। রোগীর দেহ ক্ষয় হয়ে যাওয়া। ২। সামান্য কারণে বা বিনা কারণে ঠান্ডা লাগা বা অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগা। ৩। গ্ল্যান্ড ফোলা। ৪। রক্ত সঞ্চালনে বাঁধা ইত্যাদি।	১। টিউবারকুলিনাম। ২। ক্যালকেরিয়া কার্ব। ৩। ক্যালকেরিয়া ফস। ৪। সাইলেশিয়া ও ফসফরাস ইত্যাদি।

তাই হ্যানিম্যান বলেন, মায়াজম হলো রোগ বীজ, এই রোগ বীজ যখন কারো দেহে ঢুকে, তখন একটা নির্দিষ্ট সময় পরে ঐ মায়াজমের লক্ষণগুলি ফুটে উঠে, যেমন কারো দেহে চুলকানি বা খোঁস পাঁচড়া দেখা দিলে উক্ত পাঁচড়ায় চুলকানি অবশ্যই থাকে। চুলকানির বিসদৃশ চিকিৎসায় ভালো চাপা দিলে, তার দেহে সুপ্ত লক্ষণ দেখা দিবে, সুপ্ত লক্ষণের বিসদৃশ চিকিৎসা করলে গৌন লক্ষণ দেখা দিবে। গৌন লক্ষণের ও বিসদৃশ চিকিৎসা করলে উপরে উল্লেখিত রোগগুলি দেখা দিবে। আর যদি সুপ্ত বা গৌন লক্ষণের সদৃশ চিকিৎসা করা হয়, তবে উল্লেখিত রোগগুলি আর দেখা দিবেনা।

ঔষধ নির্বাচনে শীত কাতর, গরম কাতর ও উভয় কাতর ঔষধের গুরুত্ব :- কাতরতা ও হ্রাস-বৃদ্ধি বা সার্বদৈহিক লক্ষণ বলতে আমরা এ ৩টি শব্দের একই অর্থ বুঝে থাকি।

১. ঔষধ যেমন শীত কাতরতা আছে, তেমনি রোগী ও শীত কাতরতা দেখতে পাওয়া যায়।

২. ঔষধ যেমন গরম কাতরতা আছে, তেমনি রোগীও গরম কাতরতা আছে এবং তারা মোটেই গরম সহ্য করতে পারেনা।

৩. ঔষধ যেমন উভয় কাতর আছে, তেমনি এক শ্রেণীর রোগী আছে তারা মোটেই শীত এবং গরম কোনটাই সহ্য করতে পারে না।

১.২ **রোগীর মনের লক্ষণ ও কাতরতা নির্ণয় পূর্বক চিকিৎসা :-** মনই মানুষ, মনের মাধ্যমে মানুষের অভিব্যক্তিগুলো প্রকাশ করে থাকে। কোন লোক ভাল কি না মন্দ তার বক্তব্যের মাঝে ফুটে উঠে। মন হলো মানুষের খাচালত। মানুষের মনটিও ফুটে উঠে মায়াজমের ভিত্তিতে।

১.৩ **হোমিওপ্যাথিতে মায়াজম না জানার কুফল :-** মানব দেহের রোগগুলি যখন মায়াজমের ভিত্তিতে প্রকাশ পায়, তখন চিকিৎসাও করতে হবে মায়াজমের ভিত্তিতে। রোগী যে রোগ নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসে, সেই রোগগুলিও এক একটা এক এক মায়াজমের হয়ে থাকে। রোগগুলি কোন্ মায়াজমের প্রথমে তা নির্ণয় করতে হবে। মায়াজম নির্ণয় করার পর কোন্ ঔষধটি কোন মায়াজমের তা ঠিক করতে হবে। রোগ যে মায়াজমের ঔষধটিও সদৃশ নীতিতে সেই মায়াজমের মনের লক্ষণ ও হ্রাস-বৃদ্ধি মিলিয়ে ঔষধ নির্বাচন করলে, সেই ঔষধে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। ইহাই হ্যানিম্যানের ঔষধ প্রয়োগ নীতি। এই নীতি লঙ্ঘন করে রোগভিত্তিক ঔষধ প্রয়োগ করলে রোগী আরোগ্য লাভ করবে না। তাই আমাদের মায়াজমের ভিত্তিতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(২)

সোরা মায়াজম

রোগ বীজ সোরাই সকল রোগের জনক বলে হোমিওপ্যাথিতে অভিহিত। তা'হলে সোরাই হল আদেশ অমান্যকারী রোগবীজ।

২.১ **সোরার উৎস :** দুনিয়ার প্রথম মানব হযরত আদম (আ:) ও বিবি হাওয়া (রা:) কে সৃষ্টি করে আল্লাহ তায়ালা বেহেস্তে বা স্বর্গে স্থান দিলেন এবং তাদেরকে বলে দিলেন একটি গাছের ফল কখনও খাবেনা। তারা "ইবলিস শয়তানের" কুমন্ত্রণায় নিষিদ্ধ গাছটির ফল খেলেন। তারা "আল্লাহ্‌র নির্দেশ" অমান্য করার কারণে তাদের লজ্জাস্থান বের হয়ে গেল। লজ্জাস্থান বের হওয়ার জন্য তাদেরকে স্বর্গ বা বেহেস্ত থেকে বের করে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকার পর পুনরায় তাদেরকে মিলিত করলেন। তারা মিলিত হয়ে দুনিয়ার সংসার জীবন শুরু করতে লাগলেন। সংসার জীবনের শুরু হতে তাদের এক জোড়া করে সন্তান একটি মেয়ে ও অপরটি ছেলে দিতে থাকলেন। এভাবে তাদের দুনিয়ার জীবন শুরু হলো। শয়তানের কুমন্ত্রনায় আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করার কারণে তারা সোরা মায়াজম দ্বারা আক্রান্ত হলেন। এভাবে সম্ভবত: প্রাথমিকভাবে সোরা রোগ বীজ মানব দেহে প্রবেশ করলো। এভাবে সোরার জন্ম হলো ধারণা করা যায়। তাহলে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সোরা হলো "আদেশ অমান্যকারী" রোগ বীজ।

২.২ **সোরা রোগ বীজ :** কুচিন্তা, কুমনই হলো সোরা রোগ বীজ। কারো মনে কুচিন্তা আসলেই তার দেহে সোরা বীজ প্রবেশ করে থাকে।

মায়াজমের ২টি পর্ব থাকে, যথা- ক) আক্রমণ পর্ব খ) বৃদ্ধি পর্ব। মায়াজমের উপশম পর্ব থাকেনা। সোরারোগ বীজ একবার দেহের ভিতর ঢুকলে চিকিৎসা হলেও সোরা জীবন ব্যাপি চলতে থাকে।

রোগের ৩টি পর্ব (ক) আক্রমণ পর্ব (খ) বৃদ্ধি পর্ব (গ) উপশম পর্ব। মায়াজমের উপশম পর্ব থাকে না, সারা জীবন ব্যাপি মায়াজমের বৃদ্ধি চলতে থাকে।

২.৩ **সোরার আক্রমণ পর্ব :** যখন কোন ব্যক্তির মনে কুচিন্তা এসে বাসা বাঁধে, তখনই তার দেহে সোরা বীজ প্রবেশ করে। এবার তিনি কোন খোঁস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন ঐ মুহূর্ত থেকে তা কার্যকরী বা সংক্রমিত হয়ে যায়। সংক্রমিত হলে উহা আর স্থানীয় হিসাবে থাকেনা। সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে, পর মুহূর্তে সংক্রমিত স্থানটি সব রকমে ধুয়ে মুছে ফেলা বা পরিষ্কার করা হোক না কেন কিছুতেই সোরার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়না। এভাবে সোরা রোগ বীজ দ্বারা সংক্রমিত হয় এবং সোরা দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

২.৪ **সোরার আক্রমণ পর্বে ক্যান্টের বক্তব্য :** মানুষ সোরার প্রার্থী হয়না, তাকে সোরা দূষিত স্থানে যেতে হয়না, তার সোরা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে যেতে হয়না, কিন্তু মানুষ তথাপিও সোরার আক্রমণ হতে রক্ষা পায়না। সিফিলিস বা সাইকোসিস তার স্বেচ্ছাকৃত কার্য অর্থাৎ ব্যভিচার অথবা দূষিত ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ মিলনের পরিণাম ফল, যাহা সে আশংখা করা অপেক্ষা অধিকতর উত্তমরূপে অবগত থাকে এবং তাহা যে পরিহার করতে হবে তৎসম্বন্ধে তার যথেষ্ঠ জ্ঞান থাকে। সিফিলিস ও সাইকোসিস রোগ হলো কুকার্যের ফল।

২.৫ **সোরার সংক্রমণ প্রক্রিয়া :** সোরা মায়াজমের খোঁস পাঁচড়ার রস, কুচিন্তা-কুমন গ্রস্থ ব্যক্তির সাথে স্পর্শ লাগলে তাৎক্ষণিক ভাবে সোরা তার দেহের অভ্যন্তরে ঢুকে যায়। যে দিন তার দেহে খোঁস পাঁচড়ার রস লাগলে তার ৬, ৭, ১০, ১৪ দিনের মধ্যে তার দেহে শীত শীত বোধ করতে থাকে । সন্ধ্যার দিকে শরীর খুব গরম এবং জ্বর জ্বর বোধ হতে থাকে, সারা রাত এভাবটা থাকে। ভোর বেলার দিকে ঘাম দিবে এবং পর দিন সকালে উদ্ভেদ (খোঁস পাঁচড়া) দেখা দিবে। সোরার সংক্রমিত হতে কিছু সময় লাগে, স্পর্শ মাত্রই সংক্রমিত হয়না।

২.৬ **সোরা সংক্রমণের ব্যাপকতা :** সোরা যখন ব্যাপকভাবে খোঁসের আকারে বের হওয়া শুরু করে তখন আক্রান্ত স্থানটি চুলকাতে চুলকাতে ছিড়ে ফেলার মত বোধ জাগে। সোরা সুক্ষ রোগবীজ ব্যাপকভাবে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার কারণ ঐ পুঁজ বা রস যেখানে লেগে যেত মানুষেরা সে সব দ্রব্য-সামগ্রী ছুঁলে তারাও আক্রান্ত হতো। সোরাই সবচেয়ে ছোয়াচে বলেছেন "হ্যানিম্যান"।

২.৭ **সোরাই প্রাচীন পীড়া :** সোরা মায়াজমেই যাবতীয় দৈহিক পীড়ার মূল বা আদি কারণ। মানব জাতির মধ্যে উপবিষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে, অপর ২টি প্রাচীন উপবিষ সাইকোসিস ও সিফিলিস এর বিস্তার হতো না এবং মানব দেহে তরুণ পীড়াও দেখা দিতনা। মানুষের সর্ব প্রকার পীড়া সোরা উপবিষের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ব্যাধি সৃষ্টি করে, অপর সমূদয় মায়াজমেটিক রোগ ইহার পর দেখা দেয়।

২.৮ **চুলকানির বিস্তার :** চুলকানি দেখা দিলে রোগী চুলকাতে চুলকাতে ছিড়ে ফেলতে বাধ্য হয়। টিপলে কেবল রস বা পুঁজ বের হয়। তাতে সংক্রমণ ঘটার মত যথেষ্ট উপাদান থাকে বলে রোগীর আশে-পাশের জিনিষ বা অন্যান্য যারা তখনও আক্রান্ত হয়নি তারা সংক্রমিত হয়, এমনকি টেরও পাওয়া যায়নি। এত কম পরিমান রস বা পুঁজ লেগে দূষিত হয়েছে। এমনকি হাত-পা ধোয়া, কাপড়-চোপড়, সবরকম বাসন-কোসন, ধোয়া হলেও ঐ রকম জিনিসের ছোঁয়া লাগলে অন্যরা আক্রান্ত হয়।

২.৯ **সোরার সুপ্ত বা গৌন লক্ষণ ছোয়াছে নয় :** সোরা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে, তার এই প্রাথমিক চর্ম লক্ষণটি যা চুলকানিযুক্ত থাকে এবং এটিই ছোঁয়াচে। প্রাথমিক চর্ম লক্ষণগুলি বিসদৃশ চিকিৎসায় চাপা দিলে যে লক্ষণগুলি দেখা দেয় তা ছোঁয়াচে নয়। যথা- গুহ্যদ্বারে কৃমির উৎপাত, পেট ফাফা, এই লক্ষণগুলির বিসদৃশ চিকিৎসা করলে সোরার গৌন লক্ষণ দেখা দেয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর মাথা ব্যাথা, মাথা ঘোরানো ইত্যাদি লক্ষণগুলো ছোঁয়াচে নয়।

২.১০ **সোরার বৃদ্ধি পর্ব :** সোরা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর দেহে খোঁস পাঁচড়া দেখা দেয়। খোঁস পাঁচড়া দেখা দেয়ার পর খোঁসের দ্রুত আরোগ্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার এন্টিবায়োটিক ঔষধ সেবনের ফলে খোঁস পাঁচড়াগুলো তাড়াতাড়ি দেহের উপরিভাগ হতে, দেহের অভ্যন্তরে গিয়ে যে কোন একটি বৃহৎ অঙ্গকে আশ্রয় করে ঘুমিয়ে থাকে। সোরা ঘুমিয়ে থাকলেও তার কাজ বন্ধ থাকেনা। ঘুমন্তাবস্থায়ও দেহের বাহিরে কিছু লক্ষণ প্রকাশ করে। ঐ লক্ষণগুলোকে সোরার ঘুমন্ত বা সুপ্ত লক্ষণ বলা হয়। আর এ লক্ষণগুলোই রোগীর দেহে প্রকাশিত হয়। এ লক্ষণগুলোই হোমিওপ্যাথিক ভাষায় রোগীর লক্ষণ বলা হয়ে থাকে। এ লক্ষণ নিয়ে রোগীরা ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়।

২.১১ সোরার সুপ্ত বা ঘুমন্ত লক্ষণ :

১. **পেট ব্যাথা:** মাঝে মাঝে পেট ব্যাথা, কাটা-ছেঁড়ার মত ব্যাথা হয়, শুধুমাত্র ছোট ছেলে-মেয়েদের বেশীর ভাগ প্রাত:কালে দেখা দেয়।

২. **শ্লেষ্মা :** অনেকের গলায় খুব বেশি পরিমাণে কফ-শ্লেষ্মা জমে।

৩. **গা বমি বমি ভাব :** পাকস্থলিতে খালি বোধ কিন্তু প্রাত:কালে গা-বমি বমি ভাব দেখা দেয়।

৪. **আঙ্গুলহাড়া :** চর্ম অসুস্থ হওয়া, সামান্য আঘাতে পাঁকে ও ক্ষত হয়, চামড়ার নিচে ক্ষত হয়, ঠোটও ফাটা দেখা দেয়।

৫. **শীত বসন্তকালে রোগ দেখা দেয় :** অধিকাংশ রোগই তাপ কমার সাথে সাথে উত্তর–পূর্ব দিকের বাতাসে, শীতকালে ও বসন্তের সাথে সাথেই রোগগুলি বাড়তে থাকে।

৬. **চোখের চুলকানি :** চোখের চুলকানি প্রায় সময় দেখা দেয় ।

৭. **মাথা ও কপালে ঘাম দেখা দেয় :** ঘুমাবার সময় বা খাবার সময় অনেকের মাথায় ও কপালে ঘাম দেখা দেয় ।

৮. **এই ক্ষুদা আবার পরক্ষণেই নেই :** হঠাৎ খুব ক্ষুদা লাগে আবার পরক্ষণেই নেই।

৯. **গলা ধরে :** প্রায় সময়ই গলা ব্যাথা দেখা দেয় এবং গলা ধরে।

১০. **চুলকানি :** যখন তখন চুলকানি দেখা দেয় এবং শরীর চুলকাতে থাকে।

১১. **নাক থেকে রক্ত পড়া :** ছেলে-মেয়েদের নাক হতে রক্ত পড়ে কিন্তু বাচ্চাদের বেলায় প্রধানতঃ রক্ত পড়া দেখা যায় না।

১২. **কৃমি :** বয়স্ক ও ছোট বাচ্চাদের কৃমির জন্য মলদ্বারে চুলকাতে থাকে।

১৩. **কাশি :** সকাল বেলা সামান্য কাশি দেখা দেয় এবং পরে শ্বাসকষ্টের ভাব হয়।

১৪. **চুল উঠে যায় :** মাথার চুল উঠে যায়। খুসকিতে মাথা ভরে থাকে। শুকনো খুসকি থাকার কারণে অনেক সময় চুল পড়ে যায়।

১৫. **ছোট ছেলেমেয়েদের কৃমি :** ছোট ছেলে-মেয়েদের গুড়া কৃমি গুহ্যদ্বার দিয়ে প্রায় বের হয় এবং উৎপাত করে।

১৬. **পেট ফাঁফা :** খাওয়ার অনিয়মের জন্য বড় ও ছোটদের প্রায়ই পেট ফাঁফা দেখা যায়।

১৭. **মুখ ফ্যাকাসে দেখায় :** মাংশপেশী গুলো ঢিলেভাব দেখা যায় এবং মুখ ফ্যাকাসে দেখা যায়।